কমবেশি ২০টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

প্রশ্ন ২.১ *'জ্ঞানচক্ষু'* গল্পটি কার লেখা? এর উৎস উল্লেখ করো।

উত্তর আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পটির উৎস হল তাঁর 'কুমকুম' নামক ছোটোদের গল্পসংকলন।

প্রশ্ন ২.২ *'কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল।'*—কোন্ কথা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল?

উত্তর লেখকরা ভিন্ন জগতের প্রাণী—এটাই ছিল তপনের ধারণা। কিন্তু তার নতুন মেসোমশাই একজন লেখক শুনে বিস্ময়ে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল।

প্রশ্ন ২.৩ *'তিনি নাকি বই লেখেন।'*—কার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর তপনের ধারণা ছিল লেখকরা ভিন গ্রহের প্রাণী কিন্তু ছোটোমাসির বিয়ের পর সে জানতে পারে, তার নতুন মেসোমশাই একজন লেখক। এখানে তাঁর কথাই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ২.৪ *'সত্যিকার লেখক।'*—এই উক্তির মধ্য দিয়ে তপনের মনের কোন্ ভাব প্রকাশিত হয়েছে বলে তোমার মনে হয়?

উত্তর এই উক্তির মধ্য দিয়ে তপনের মনের বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে। লেখকরা আদৌ বাস্তব জগতের মানুষ নন—এই অলীক ভাবনা নতুন মেসোর সাথে পরিচয়ে ভেঙে যাওয়াতেই এমন উক্তি।

প্রশ্ন ২.৫ *'এবিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের।'*—কোন্ বিষয়ে তপনের সন্দেহ ছিল?

উত্তর লেখকদের যে বাস্তব জীবনে কখনও দেখা যেতে পারে, তাঁরাও যে তপনের বাবা, ছোটোমামা বা মেজোকাকার মতোই সাধারণ মানুষ— সে বিষয়ে তপনের সন্দেহ ছিল।

প্রশ্ন ২.৬ তপনের বাবা-কাকা-মামাদের সঙ্গে লেখক মেসোমশাইয়ের কী কী মিল আছে?

উত্তর তপনের বাবা-কাকা-মামাদের মতোই তার লেখক মেসোমশাইও দাড়ি কামান, সিগারেট খান, খেতে বসে খাবার তুলে দেন, সময় মতো স্নান করেন, ঘুমোন, খবরের কাগজ পড়েন, এমনকি সিনেমাও দেখেন।

প্রশ্ন ২.৭ তপনের নতুন মেসোমশাই শ্বশুরবাড়িতে এসে রয়েছেন কেন?

উত্তর তপনের নতুন মেসোমশাই একজন অধ্যাপক। এই সময় তাঁর কলেজে গরমের ছুটি থাকায় তিনি শ্বশুরবাড়িতে এসে রয়েছেন কদিন।

প্রশ্ন ২.৮ *'আর সেই সুযোগেই দেখতে পাচ্ছে তপন'।* — কোন্ সুযোগে তপন কী দেখতে পাচ্ছে?

উত্তর লেখক মেসোমশাইকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে তপন বুঝতে পারে, লেখকরা কোনো আকাশ থেকে পড়া জীব নয়, তাদেরই মতো মানুষ।

প্রশ্ন ২.৯ *'তপনদের মতোই মানুষ'।*—এ কথা বলার কারণ কী?

উত্তর ছুটিতে মামার বাড়িতে এসে নতুন মেসোকে দেখে ও তার সাথে সময় কাটিয়ে তপনের বিশ্বাস হয় যে, লেখকরা কোনো আকাশ থেকে পড়া জীব নয়; তাদের মতোই মানুষ।

প্রশ্ন ২.১০ তপনের মনে লেখক হওয়ার বাসনা জাগল কেন?

উত্তর লেখক নতুন মেসোমশাইকে দেখে তপন বুঝেছিল লেখকরা আসলে তাদের মতোই সাধারণ মানুষ। তাই উৎসাহিত তপন তার এতোদিনের গল্প পড়ার ও শোনার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে লেখক হতে চায়।

প্রশ্ন ২.১১ *'ছোটোমাসি সেই দিকে ধাবিত হয়।'*— তপনের ছোটোমাসি কোন্ দিকে ধাবিত হয়েছিলেন?

উত্তর/ তপন মেসোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একটি গল্প লিখে মাসিকে দেখায়। মাসি গল্পটিতে চোখ বুলিয়ে গল্পটির উৎকর্ষ বিচারের জন্য তপনের মেসো যেখানে ঘুমোচ্ছিলেন সেদিকে ধাবিত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ২.১২ *'রত্নের মূল্য জহুরির কাছেই'।* কথাটির অর্থ কী?

উত্তর/ কেবলমাত্র গুণী ব্যক্তিই অপরের গুণের কদর করতে পারে। তাই তপনের লেখা গল্পের প্রকৃত সমঝদার যদি কেউ থাকেন তবে তিনি তার লেখক মেসোমশাই।

প্রশ্ন ২.১৩ তপনের গল্প পড়ে তার নতুন মেসোমশাই কী বলেন?

উত্তর/ তপনের লেখা পড়ে তার নতুন মেসোমশাই তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, গল্পটা ভালোই হয়েছে, একটু কারেকশান করে দিলে সেটা ছাপানোও যেতে পারে।

প্রশ্ন ২.১৪ *'তখন আহ্লাদে কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়।'*—কে কেন আহ্লাদে কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়?

উত্তর/ ছোটোমেসো তপনের লেখাটা ছাপানোর কথা বললে তপন প্রথমে সেটাকে ঠাট্টা বলে ভাবে। কিন্তু মেসোর মুখে করুণার ছাপ দেখে তপন আহ্লাদে কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়।

প্রশ্ন ২.১৫ *'মেসোর উপযুক্ত কাজ হবে সেটা।'*—উক্তিটি কার? কোন্‌টা মেসোর উপযুক্ত কাজ হবে?

উত্তর/ উক্তিটি তপনের ছোটোমাসির। তাঁর মতে, তপনের লেখা গল্পটা ছোটোমেসো যদি একটু কারেকশান করে ছাপানোর ব্যবস্থা করে দেন, তবে সেটাই মেসোর উপযুক্ত কাজ হবে।

প্রশ্ন ২.১৬ *'না করতে পারবে না।'*— কে কাকে কী বিষয়ে না করতে পারবে না?

উত্তর/ তপনের লেখক ছোটোমেসো 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকার সম্পাদককে তপনের গল্পটা ছাপানোর জন্য অনুরোধ করলে সম্পাদক মশাই না করতে পারবেন না।

প্রশ্ন ২.১৭ তপনের বয়সি আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের লেখার সঙ্গে তপনের লেখার তফাত কী?

উত্তর/ তপনের বয়সি ছেলেমেয়েরা সাধারণত রাজারানি, খুন-জখম-অ্যাক্সিডেন্ট অথবা না খেতে পেয়ে মরা— এইসব বিষয়ে গল্প লেখে। কিন্তু তপনের লেখার বিষয় ছিল তার প্রথম দিন স্কুলে ভরতির অভিজ্ঞতা।

প্রশ্ন ২.১৮ *'এটা খুব ভালো, ওর হবে।'*—কে, কোন্ প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন?

উত্তর/ তপন তার স্কুলে ভরতির প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি গল্প লিখেছিল। মাসির মাধ্যমে লেখাটি তার লেখক মেসোর কাছে পৌঁছালে সেটি পড়ে মেসো এমন মন্তব্য করেছেন।

প্রশ্ন ২.১৯ *'নতুন মেসোকে দেখে জানলে সেটা।'*— তপন কী জেনেছিল?

উত্তর/ তপন ছোটো থেকেই বহু গল্প শুনেছে ও পড়েছে। কিন্তু সে জানত না যে সাধারণ মানুষ সহজেই তা লিখতে পারে। নতুন মেসোকে দেখে সেটাই জানল।

প্রশ্ন ২.২০ *'মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল।'*—এর কারণ কী ছিল?

উত্তর/ নতুন মেসোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তপন নিজেই চেষ্টা করে একটা গল্প লিখে ফেলে। নিজের সৃষ্টিতে রোমাঞ্চিত হয়ে তার মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ২.২১ *'ভালো হবে না বলছি।'*— কে, কাকে কেন এই কথা বলেছেন?

উত্তর/ তপনের লেখা গল্পটা কিছুটা পড়েই ছোটোমাসি তার প্রশংসা করেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেসা করেন লেখাটা অন্য কোনো স্থান থেকে টোকা কি না। তখন বিরক্ত তপন আলোচ্য উদ্ধৃতিটি করে।

প্রশ্ন ২.২২ *'কিন্তু গেলেন তো—গেলেনই যে।'*—কার প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে?

উত্তর/ তপনের লেখা গল্প সামান্য কারেকশান করে 'সন্ধ্যাতারা'য় ছাপিয়ে দেবেন বলে ছোটোমেসো তা নিয়ে যান। তারপর অনেকদিন কেটে গেলেও সে ব্যাপারে কোনো সংবাদ না পাওয়ায় এ কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ২.২৩ *'যেন নেশায় পেয়েছে।'*—কোন্ নেশার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর/ নতুন মেসোকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তপন যে গল্প লিখেছিল তা মাসির উৎসাহে মেসো ছাপিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। এরপর থেকে তপনকে গল্প লেখার নেশায় পায়।

প্রশ্ন ২.২৪ *'বুকের রক্ত ছলকে ওঠে তপনের।'*—তপনের বুকের রক্ত ছলকে ওঠার কারণ কী ছিল?

উত্তর/ গল্প ছাপানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘদিন অদৃশ্য থাকার পর হঠাৎই একদিন ছোটোমাসি ও মেসো হাতে সন্ধ্যাতারা পত্রিকা নিয়ে তপনদের বাড়িতে আসেন। তাতে তার গল্প ছাপার কথা ভেবে তপনের বুকের রক্ত ছলাত করে ওঠে।

প্রশ্ন ২.২৫) *'পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে'।*—এখানে কোন্ ঘটনাকে অলৌকিক ঘটনা বলা হয়েছে?

উত্তর পত্রিকায় তপনকুমার রায়ের লেখা গল্প ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়া এবং সেই পত্রিকা বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার ঘটনাকেই 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে অলৌকিক ঘটনা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ২.২৬) *'তা ঘটেছে, সত্যিই ঘটেছে।'*—কোন্ ঘটনার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর তপনের লেখক মেসো তার একটি গল্প 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকার সম্পাদককে বলে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। এই অবিশ্বাস্য, অভূতপূর্ব ঘটনার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ২.২৭) *'বাবা, তোর পেটে পেটে এত!'*—কে, কোন্ প্রসঙ্গে এ কথা বলেছিলেন?

উত্তর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে তপনের লেখা গল্প 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর বাড়িময় শোরগোল পড়ে যায়। তখন তপনের মা এই কথাটি তপনের সুপ্ত প্রতিভা সম্পর্কে বলেন।

প্রশ্ন ২.২৮) *'এর মধ্যে তপন কোথা?'*—উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

উত্তর 'সন্ধ্যাতারা'য় ছেপে বেরোনো তপনের গল্পটা মেসোর হাতে পড়ে কারেকশনের নামে আগাগোড়াই পালটে যায়। বাড়ির সকলের অনুরোধে গল্পটা পড়তে গিয়ে তপন লেখার মধ্যে নিজেকে আর খুঁজে পায় না।

প্রশ্ন ২.২৯) *'ক্রমশ ও কথাটাও ছড়িয়ে পড়ে।'*—কোন্ কথা ছড়িয়ে পড়ে?

উত্তর 'সন্ধ্যাতারায়' তপনের গল্প প্রকাশকে কেন্দ্র করে বাড়িতে শোরগোল পড়লেও পরে জানা যায় যে তার লেখাটি মেসো কারেকশান করে ছাপানোর ব্যবস্থা করেছেন—এই কথাটিই ছড়িয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ২.৩০) তপনের লেখা সম্পর্কে তার বাবার কী বক্তব্য?

উত্তর তপনের বাবা মনে করেন, তপনের লেখক ছোটোমেসো তপনের লেখাটা কারেকশান করে দিয়েছিলেন বলেই এতো সহজে সেটা পত্রিকায় ছাপানো সম্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন ২.৩১) তপনের লেখা পত্রিকায় ছেপে বেরোতে দেখে তার মেজোকাকু কী বলেন?

উত্তর তপনের লেখা ছেপে বেরোনোর কৃতিত্ব তপনকে না দিয়ে মেজোকাকু ব্যঙ্গ করে বলেন, তাঁদের ওরকম লেখক-মেসোমশাই থাকলে তাঁরাও গল্প লেখার চেষ্টা করে দেখতেন।

প্রশ্ন ২.৩২) *'গল্পটা ছাপা হলে যে ভয়ংকর আহ্লাদটা হবার কথা, সে আহ্লাদ খুঁজে পায় না।'* উদ্দিষ্ট ব্যক্তির আহ্লাদিত না হতে পারার কারণ কী?

(পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নমুনা প্রশ্ন, ২০১৭)

উত্তর নিজের লেখা ছেপে বেরোলে যে তীব্র আনন্দ হওয়ার কথা সেই আহ্লাদ খুঁজে পায় না তপন। তার কৃতিত্বের চেয়েও যেন বড়ো হয়ে ওঠে ছোটোমেসোর গল্প ছাপিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব।

প্রশ্ন ২.৩৩) *'বোবার মতো বসে থাকে।'*— কে কেন বোবার মতো বসে থাকে?

উত্তর নিজের লেখা গল্প ছেপে বেরোনোর পর পড়তে গিয়ে তপন দেখে কারেকশানের নাম করে মেসো লেখাটা আগাগোড়াই বদলে দিয়েছেন। তাই স্তম্ভিত তপন তা দেখে বোবার মতো বসে থাকে।

প্রশ্ন ২.৩৪) *'তপন বইটা ফেলে রেখে চলে যায়,'*—তপনের বই ফেলে রেখে যাওয়ার কারণ কী?

উত্তর পত্রিকায় গল্প প্রকাশিত হওয়ায় তপনের যে আনন্দ হয়েছিল তা মুহূর্তেই স্তিমিত হয়ে যায়। কারেকশানের নামে তার লেখাটা আগাগোড়াই বদলে গেছে। তাই অভিমানে তপন বই ফেলে চলে যায়।

প্রশ্ন ২.৩৫) বইটা ফেলে রেখে তপন কী করে?

উত্তর বইটা ফেলে রেখে তপন ছাতে উঠে গিয়ে শার্টের তলাটা তুলে চোখের জল মোছে।

প্রশ্ন ২.৩৬) *'তপন আর পড়তে পারে না।'*— তপনের আর পড়তে না পারার কারণ কী?

উত্তর নিজের লেখা গল্প পত্রিকায় ছেপে বেরোনোর পর পড়তে গিয়ে তপন দেখে কারেকশানের নাম করে ছোটো মেসোমশাই তার লেখাটা পুরোটাই পালটে দিয়েছেন। তাই তপন আর পড়তে পারে না।

প্রশ্ন ২.৩৭) *'তপনের মনে হয় আজ যেন তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন।'*—দিনটিতে কোন্ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল?

উত্তর জীবনের প্রথম লেখা গল্প ছেপে বেরোনোর পর তপন দেখে কারেকশানের নামে নতুন মেসো পুরো গল্পটাই বদলে দিয়েছেন। গল্পের স্বকীয়তা হারানোয় ব্যথিত তপনের সেই দিনটা সবচেয়ে দুঃখের মনে হয়েছে।

প্রশ্ন ২.৩৮) *'এই দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন,'*— সংকল্পটি কী?

উত্তর তপন সংকল্প করেছিল, ভবিষ্যতে যদি কখনও আর কোনো লেখা ছাপাতে হয়, তবে সে নিজে হাতে সেই লেখা পৌঁছে দিয়ে আসবে পত্রিকার অফিসে।